ভোরের কাগজ

তারিখ 06 MAY 1998
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

বুয়েটের স্বায়ত্বশাসনে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল নগরীতে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা মিছিল বের করে - ভোরের কাগজ

বুয়েট পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী

আলোচনার আহ্বানে উপাচার্য ও শিক্ষক নেতারা সাড়া দেননি

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেছেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনের জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে তিনি উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ এবং বুয়েটের শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা কেউ গতকাল পর্যন্ত আলোচনায় বসার ব্যাপারে সাড়া দেননি।

উপাচার্যসহ প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকদের পদত্যাগের প্রেক্ষিতে বুয়েটে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার, এ কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উপাচার্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনিই ঐ পদে বহাল আছেন। ছাত্রছাত্রী এবং প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে মন্ত্রী উপাচার্যসহ পদত্যাগপত্র দাখিলকারী সকল শিক্ষককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

এএসএইচকে সাদেক বলেন, প্রফেসর ইকবাল মাহমুদকে উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি- চাপ সৃষ্টির তো প্রশ্নই ওঠেনা। তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। এখন যদি তিনি ঐ পদে বহাল থাকতে চান তাহলে তাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার না করলে কি করা হবে এই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ১৩ শিক্ষকের পদত্যাগ এবং এ সংক্রান্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গুটি কয়েক লোকের কারণে বুয়েটের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাক তা চায়নি বলেই সরকার আলোচনার ভিত্তিতে সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছিল।

বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে উপাচার্য, স্থাপত্য বিভাগসহ অন্যান্য শিক্ষকদের সভায় যে ৫ দফা সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে স্থাপত্য বিভাগের ১৩ শিক্ষকের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়। অথচ ঐ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সমঝোতা ভেঙে ঐ শিক্ষকদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি যে ক্ষমতা ভোগ করেন তার ব্যবহার না করে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এবং আমার হস্তক্ষেপ ছাড়া বুয়েট কর্তৃপক্ষ তখন ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারছিলেন না। আমাদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা অনশন ভাঙে, সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা হয়। তখন আমাদের হস্তক্ষেপকে কারো কাছে 'অযাচিত' মনে হয়নি, এখন কেন মনে হচ্ছে।

বুয়েটের এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'অসম্ভব নয়'। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব ড. কাজী রকিবউদ্দিন এবং যুগ্মসচিব সিরাজুদ্দিন হোসেন উপস্থিত ছিলেন।